দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

প্রতি বছর আবাদি জমি কমছে এক-শতাংশ

বুয়েটে গোলটেবিল বৈঠক

ইত্তেফাক রিপোর্ট ১৪ মে, ২০১৬ ইং ০০:০০ মিঃ

দেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার আবাসনসহ নানা প্রয়োজন মেটাতে প্রতি বছর এক শতাংশ হারে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বুয়েটে 'কমপ্যাক্ট টাউনশিপ: সমন্বিত নগর ও গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এসব কথা বলেন। বৈঠকের আয়োজক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা (ইউআরপি) বিভাগ এবং কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ফাউন্ডেশন (সিটি ফাউন্ডেশন)।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ইমেরিটাস অধ্যাপক এবং কমপ্যাক্ট টাউনশিপ (সি.টি.) ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. সেলিম রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সচিব ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আকবর আলী খান। সভা সঞ্চালন করেন নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. ইশরাত ইসলাম।

আবাদি জমি কমে যাওয়ার সমস্যা সমাধানে অধ্যাপক সেলিম রশিদ কম্প্যাক্ট টাউনশিপ ধারণাটির প্রস্তাব করেন। এই ধারণাটিকে প্রয়োগ করে নতুন টাউনশিপ কেমন হবে, সে বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সভা শুরু হয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলগুলোর প্রেজেন্টেশনের মধ্যদিয়ে। রাজশাহী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল এবং খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দল তাদের ডিজাইনগুলো তুলে ধরে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. শায়ের গফুর বলেন, কমপ্যাক্ট টাউনশিপের ধারণাটিকে ঢাকার মত বড় শহরের কাঠামো পরিকল্পনার সাথেও সমন্বিত করা প্রয়োজন। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন বলেন, নদীভাঙ্গন প্রবণ অঞ্চলের জন্য কম্প্যাক্ট টাউনশিপ কীভাবে কাজে লাগতে পারে সেটা নিয়ে আলাদা করে ভাবা প্রয়োজন।

ড. আকবর আলি খান বলেন, অনেকেই ভাবছেন কেবল কৃষিজমি বাঁচাতেই কম্প্যাক্ট টাউনশিপ করা দরকার। কিন্তু সেটা একটা দিক। এটা করতে হবে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য। এরকম একটি ব্যবস্থা না নেয়া হলে পুরো দেশটি একটি বড় বস্তিতে পরিণত হবে। এই পরিস্থিতিতে মানুষের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটছে তার ফলাফল সম্পর্কেও তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. সারোয়ার জাহান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক ফউজি বিন ফরিদ ও নগর পরিকল্পনাবিদ শরিফ মো. তারিকুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. আখতারুজ্জামান, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক মো. সামসুল হুদা,

সাবেক সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী প্রমুখ।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত